দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 JAN 1989
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 5

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

04

12

অভিভাবকেরা একবার ভেবে দেখবেন কি?

কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের পুস্তক তালিকা প্রণয়ন ও কিছু কথা

শামসুন্নাহার সালেক

১৯৮৮ সালের জুন মাসে সরকারী তরফ থেকে বাংলাদেশের জেলা-উপজেলার প্রতিটি কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে এক জরিপ চলে। বেশ কিছু প্রোফরমা শিক্ষা বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী পূরণ করতে স্কুল কর্তৃপক্ষের খেসারত দিতে হয়। যা হোক তখন আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল কিণ্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর অধিক বই, গলাকাটা বেতন এবং অত্যধিক চাপের শিথিলতা এবং প্রাইমারী ও-কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের কিছুটা সমতা রক্ষার্থেই এই প্রস্তুতি চলছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি স্কুল তাদের তালিকাভুক্ত প্রতি-ক্লাসের একসেট বই ক্রয় করে মতিঝিল অফিসে জমা দেন। বাংলাদেশের প্রতিটি পাবলিশার্স যারা নিজের দেশের পরিবেশক, ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে তুলে ধরে নিত্য নতুন রং-বেরং-এর বই বাজারে চালু করে তাদের অক্লান্ত পরিবেশের ফসল বুনে যাচ্ছেন (বিদেশী বই-এর বিকল্প), তারও সরকারী অনুমোদনের জন্য যে হারে এই অফিসে বই জমা দিয়েছেন তাতে নিঃসন্দেহে একটি বড় আকারের লাইব্রেরী হবে বৈ কি!

বহু সদস্য বিশিষ্ট কমিটি তৈরী করে শিক্ষা বোর্ডের প্রচেষ্টায় যে বুকলিষ্ট বের করা হলো সেটা বাংলাদেশের ২২শ' কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের জন্য নয়। মাত্র ৯৮টি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের জন্য এই পুস্তক তালিকা প্রণয়ন আমি বাংলাদেশের প্রতিটি কিণ্ডার গার্টেন স্কুল এবং বাংলাদেশ কিণ্ডারগার্টেন এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিনীতভাবে বলছি এই কি দীর্ঘ প্রতীক্ষার ফলশ্রুতি!

বিশ টাকা দামের যে পুস্তক তালিকাটি কিনলাম তার উপরে লিখা আছে, "Government of the peoples Republic of Bangladesh Ministry of Education."

List of approved Books for English Midium kindergartens and Non-Government English Medium schools."

National curriculum & Text Book Bord. Dhaka.

October---1988.

এখন প্রধান কথা হচ্ছে মুষ্টিমেয় ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলের জন্য, যাদের অভিভাবক ধনী ব্যক্তি এবং মন্ত্রী-মিনিষ্টার এবং যাদের পরীক্ষা পত্র লণ্ডনে পরীক্ষকের কাছে পাঠানো হয়--যাদের বিদেশে পড়ার সামর্থ্য ও সুযোগ আছে সেই মাত্র ১৮টি স্কুলের জন্য ৫ শ' বুক লিষ্ট ছাপানো হয়েছে। সব থেকে অবিশ্বাস্য, সেই বুক লিষ্টে যে বই স্থান পেয়েছে তা প্রায় সবই দিল্লীর পাবলিশার্স বাবু পীতাম্বরের। বাংলাদেশে চালুকৃত অক্সফোর্ড ইউনিভার-সিটির Radiant way, Active English Fundamental এবং Brighter Grammerই তো যথেষ্ট ছিল।

আমাদের পাবলিশার্সরা যখন পূর্ণ উদ্যোগে নিজেদের ঐতিহ্য আর কৃষ্টিকে বাঁচাতে ওপরে উঠছেন ঠিক সেই সময়ই বিদেশী বই পাঠ্য করে দেশের অর্থ এবং ঐতিহ্যকে মাটি চাপা দেয়া হচ্ছে। এটা কি সেই হরচন্দ্র রাজার গরুচন্দ্র মন্ত্রীর মতই নয়?

বুক লিষ্টের মুখবন্ধে আছে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেই এই বুক লিষ্ট তৈরী করা হয়। আমার মনে হয় মহানগরীতে নাম করা যে কয়টি স্কুল আছে সেই সমস্ত স্কুলের বিশেষজ্ঞদের মতামত এই বুক লিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করলে তাদের পরিশ্রমটা অপাত্রে ফেলা হতো না আশা করি।

একথা নিঃসন্দেহে সত্য, শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় দেশ উন্নয়ন সম্ভব নয়। সে জন্যই বিভিন্ন সমিতি, সংগঠন এবং কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের ভূমিকা অনেক বড়। এছাড়া আন্তঃ কিণ্ডার গার্টেন এসোসিয়েশন হওয়াতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা এবং উপজেলার স্কুলগুলোর পড়াশোনার মান এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য এসোসিয়েশনের মেম্বার হচ্ছে এবং একই সিলেবাসভুক্ত বুক লিষ্টও এসোসিয়েশন করেছেন।

সরকার শিক্ষাখাতে সব থেকে বেশী অর্থ ব্যয় করেছেন এবং শিক্ষকদের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আসছেন। অথচ এত প্রচেষ্টার পরও শিক্ষার হার ৩০% এর ওপরে নয়। শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী ছেলে-মেয়ে স্কুলে লেখাপড়া করে এবং তাদের পিছনে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কোন সমর্থন ও সহযোগিতা নেই।

আর্থিক কারণে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষার পর লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। এরা তখন চাষাবাদ করে অথবা অন্য কোন জীবিকা উপার্জনে আত্মনিয়োগ করে। এছাড়া শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা নেই এবং শিক্ষার খরচও অত্যধিক, তদুপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় নানা বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম চলায় এবং শিক্ষকদের দুর্নীতি থাকায় শিক্ষা প্রচারের নামে চলছে প্রহসন।

মহানগরীর বহু স্কুল আমি ব্যক্তিগত স্বার্থেই পরিদর্শন করি। দুঃখের বিষয় কোন একটি প্রাইমারী স্কুলে নেই যথোপযোগি বেঞ্চ, চেয়ার এবং টেবিল। ভাঙ্গা-চোরা, কতকালের জীর্ণশীর্ণ শুধু 'চলা' রেঞ্চে শিশুরা বসে, উঁচুর ওপর বই খাতা রেখে লেখাপড়া করে। যারা আগামীদিনের নাগরিক যাদের জন্য সরকার কর্তৃক কোটি কোটি টাকার বই বিনা পয়সায় বিতরণ করা হচ্ছে--এই কি তাদের পড়ার পরিবেশ?

এ প্রসঙ্গে ঋষিকেশ দাস রোডে 'একরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়' একটি ঘরে ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ক্লাস চলে। ১১টা হইতে ৩টা পর্যন্ত একটি-মাত্র রুমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস চলে। সেখানে নেই কোন হাই বেঞ্চ। চারজন টিচার ক্লাস রুমের চার কোনায় দাড়ালো। কেউ কারো কথা শুনার উপায় নেই। আমি ১৫ মিনিট ধৈর্য করে শিক্ষকদের অভিযোগ শুনে রাস্তায় যখন নামলাম তখন ভাবছিলাম এটাই তো শিক্ষা নামের প্রহসন।

কিণ্ডার গার্টেন ব্যক্তিমালিকানাধীন স্কুলগুলোতে বাৎসরিক পরীক্ষা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই চলে নতুন ভর্তির হিড়িক। সেই সঙ্গে খাতা-বই বিক্রয় অথবা লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীতে বুক লিষ্ট প্রেরণ। আগামী জানুয়ারীর যাবতীয় কার্যকলাপের ছক ডিসেম্বরেই সুসম্পন্ন করা যাতে স্কুল খোলার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনা শুরু করানো যায়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজও আমরা বুক লিষ্ট পাইনি বরং বেসরকারী স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে বলা হয়েছে "কমিটির অনুমোদন ছাড়া কোন পুস্তক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইলে তাহা আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবে।"